হিসাব মিলেছে, উত্তরও পেয়েছি-৪

নুরুল্লাহ্ মাসুম

হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি-১,২,৩ - এ লিখেছিলাম দিগন্তের হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা-৪ পর্বটি ভিন্নমতের কোথায়ও খুঁজে পাইনি। বিষয়টি মিথ্যে নয়। আমার লেখাটা প্রকাশিত হবার পর জনৈক রায়হান মেইল করে জানালেন মুক্তমনায় পর্বটা পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ রায়হানকে, যদিও জানিনা রায়হান কোথা থেকে লিখেছেন। আপনার মেইল না পেলে হয়ত দিগন্তের ৪র্থ পর্ব নিয়ে আমার লেখা হত না।

দিগন্তের হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা-৪ পর্বটির শুরুতেই মুক্তমনা মডারেটর যে ভুমিকা দিয়েছেন তারপরে পর্বটি নিয়ে লেখার তেমন কিছু থাকে না। অর্থাৎ মডারেটর আমার কথার সারবস্তু বলে দিয়েছেন। তবু দু'চারটা কথা বলার মত রয়ে যায়। যেমন ধরুন, দিগন্ত বলেছেন তার লেখার শুরুতে "আমি বুঝতে পারছি জোশওয়ালাদের যে আমি ন্যাংটো করে ফেলেছি"। দিগন্ত, আপনি মুক্তবিশ্বে বসবাস করেন, সভ্য জগতের অংশ বলে দাবী করেন, আপনার কাছে সভ্য ভাষাতো আমরা আশা করতে পারি তাই নয় কি? আপনি আপনার ঐ কথাটা অন্যভাবে বলতে পারতেন। যেমন ধরুন "মুখোশ উন্মোচন" বা অন্য কোন শব্দ। সত্য কথা হচেছ আপনার ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে আপনি এতটা উত্তেজিত হয়ে যান যে, আপনি ভাষাজ্ঞাণ হারিয়ে ফেলেন। তাই অন্যরা বলেন আপনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন। তাদের দাবী কি অযৌক্তিক?

একটি পত্রিকার দালালী এবং কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর রাজাকার ভাব সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, তা আমি স্বীকার করি। আমাদের সমাজে এরা বর্তমানে খুব ভাল অবস্থানে আছে। আপনার দাবী একেবারে খাঁটি। কিন্তু ঐ একই অনুচেছদে আপনি বলেছেন "তারপরেও মুক্তিসংগ্রামের সময় একদল(সবাই নয়) কুলি চামার মেথর ছুতর জাতের কিছু মুসলিম ডাকাতি করে কিছু পয়সা জমিয়ে....."। আমার আপত্তি ওখানেই। আপনি নিজেই এখানে স্ববিরোধিতা করেছেন। আপনি ভাল করেই জানেন কুলি, চামার, মেথর, ছুতর, এরা সকলেই নিম্ন-নিম্নবিত্ত ঘরের। তাদের মত মানুষ ৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লুটতরাজ করে বিত্তবান হতে পারেনি, হয়েছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একদল লোক। তারাই এখন সমাজে বিষফোঁড়া হয়ে পুরো দেশটাকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এই শ্রেণীর লোকজন ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কেবল স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। একারনে আপনি আপামর মুসলিম সমাজকে দায়ী করতে পারে না। যেমনটি আপনি বলেছেন আপনার সেই সচিব কাকু সম্পর্কে "সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হয়েও আমার সেই পরিচিত সচিব কাকুও দেশ ছেড়ে স্বপরিবারে পালাচেছন"। বুঝুন বিষয়টি, আপনি কতটা স্ববিরোধিতা করছেন! একজন সচিব, সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যাদের অঙ্গুলী হেলনে দেশ চলে, সেই ক্ষমতাধর ব্যাক্তিটিও যখন দেশত্যাগে উদ্যোগী বা বাধ্য হচেছন, সেখানে আপনার ভাষায় চামার-সুতোর শ্রেণীর লোকজন পুরো একটা গোষ্ঠীকে অত্যাচার করে কেমন করে? তিনি অত্যাচারীত হচ্ছেন তার প্রতিপক্ষের দ্বারা, তারাও মুসলমান। বিষয়টা স্বার্থগত, শ্রেনীগত; ধর্মটা এখানে মুখ্য নয়। তাছাড়া ঐ অত্যাচারীরা সবসময় পর্দার আড়ালে থাকে এবং এদের কোন ধর্ম নেই।

আমি আপনার দেয়া উদাহরণগুলো অস্বীকার করছি না, কেবল বলছি ওরা, ঐযে অত্যাচারীরা, ব্যবহৃত হচেছ বিশেষ একটা গোষ্ঠীর হাতিয়ার হিসেবে। সেখানে ওদের পরিচয়সূত্র ধরে দেশের আপামর মুসলমানদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়াটা কতটা যুক্তিযুক্ত এবং শোভনীয় ভেবে দেখবেন আশা করি।

আর সংবাদপত্র যে সংবাদ ছাপায় তার ভিত্তি অবশ্যই আছে। কখনো কখনো সংবাদপত্রও অসত্য কথা বলে। রিপোর্টার সকলে যে ধোয়া তুলশীপাতা তা কি করে বলেন? একই ঘটনা উপস্থাপনের টেকনিকের কারণে বিভিন্ন পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয় ভিন্ন অর্থসহকারে। বিষয়টি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বুঝাবার দরকার হবে বলে মনে করি না। কখনো রিপোর্টারের সত্যভাষণ বিকৃত হয় সম্পাদকের টেবিলে। আমাদের দেশে সাংবাদিকরা হয়ত চাকরী হারাবার ভয়ে সম্পাদকের বিপক্ষে যান না, কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমেরিকার ইরাক দখলের যুদ্ধে এক রিপোর্টারের চাকুরীচ্যুতির ঘটনা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে।

আগেই বলেছি আপনার বর্ণিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে আমি বিতর্ক সৃষ্টি করবো না, কেননা এমন অঘটন ঘটছে না বলে সত্যকে উড়িয়ে দেবার মানসিকতা আমার নেই। আমি ঐ সকল অঘটনের জন্য মর্মবেদনা অনুভব করি। কিন্তু ঐকারনে

আপনি একটা ধর্মকে নিয়ে, সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে যেভাবে অকথ্য মন্তব্য করে যাচেছন সেটা কোনভাবেই শোভণীয় নয়, কেননা আপনি শিক্ষিত মানুষ। আর সংগত কারনেই সেটা সমর্থনযোগ্য নয়।

আপনি থাই মুসলিম পরিবার নিয়ে যে ঘটনার কথা বলেছেন সেটা খুব উপযুক্ত হয়েছে এখানটায়। তবে ভুলে যাবেন না থাইল্যান্ডের মুসলমানরা আপনাদের "শান্তি বাহিনী"র মত কোন সংগঠন গড়ে দেশটাকে অশান্ত করে তোলেনি, অমনটা হলে থাই সামরিক বাহিনী হয়ত বাংলাদেশ আর্মির থেকেও ভয়াবহ আচরণ করত থাই মুসলিমদের ওপরে।

পার্বত্য এলাকায় বাঙালী পুনর্বাসনে সরকার উদ্যোগী হয় ৭৭ সালের দিকে, অর্থাৎ জিয়ার সময়ে। আপনাদের শান্তি বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া কবে শুরু হয়েছিল তা কি আপনার জানা আছে? অবশ্যই জানেন, তবে না জানার ভান করেন মাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতের দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমননীতি এবং হাজারো গোর্খা নিহত হবার বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ওখানে তো অত্যাচারী সরকার এবং বহিরাগত বাঙালীরা হিন্দু, নিহত গোর্খারাও হিন্দু; কাকে দায়ী করবেন? এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোন লেখকতো গোর্খাদের পক্ষাবলম্বন করেনি, বরং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সরকারকে সমর্থন করেছে। কারনটা কি জানেন? ওখানকার সকলধর্মের লোকজন দেশটাকে নিজের বলে ভাবে। যে কোন অঘটন ঘটলে সেটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখার চেষ্টা করে না। আপনাদের বেলায় সমস্যাটা ওখানেই। আপনার কোন ভাবেই বাংলাদেশটাকে নিজেদের ভাবতে পারেন না, কেননা আপনারা বাঙালী নন। আপনাদের পূর্বপুরুষও বাঙালী ছিলেন না। সংগত কারণেই বাংলাদেশটাকে নিজের দেশ ভাবতে পারে না। বৃটিশ "ডিভাইড এন্ড রুল" নীতির কারণে আপনারা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মাত্র। আর বৃটিশের উদ্দেশ্য সফল। ঝামেলা লেগেই আছে, তাই সামরিক বাহিনী অভিযান চালায়। আর আপনারা আমেরিকায় বসে তাদেরই পৃষ্ঠপোশকতায় পুরো বিষয়টাকে মুসলমানদের ঘারে চাপিয়ে দেন, যাতে করে দেশটাকে তালেবানী রাষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে "সেই বিশেষ গোষ্ঠীর" সহায়তা করা যায়। আপনারা সেই কাজটাই করে যাচেছন সুকৌশলে। আর আপনাদের ভাষায় চাষা-ভুষা মুসলমানদের খেপানোর জন্যই তাদের সৃষ্টিকর্তা "আল্লাহ" সম্পর্ক একের পর এক বাজে মন্তব্য করে যাচেছন। এত সুবিধা রয়েছে। কোনভাবে তাদের খেপিয়ে কিছু অঘটন ঘটাতে পারলেইতো আপনাদের উদ্দেশ্য সফল। একবার ভাবুন, আপনার ধর্ম নিয়ে কেউ কিছু বললে আপনার কেমন লাগবে সাহেব?

আপনি স্বীকার করেছেন অন্য সকল ধর্মের মত আপনার ধর্মেও নানান দল রয়েছে। সকলেই একই লক্ষ্যে ধাবিত। কথাটা সত্য। তবে যে কথাটা মানতে পারলাম না তা হলো - "আর তাই আমাদের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি নাই"। চীন ও ভিয়েতনাম, দু'টোই বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্র", তারা কি যুদ্ধ করেনি? "বুদ্ধিষ্ট" বার্মা কি "বুদ্ধিষ্ট" থাইল্যান্ডে হামলা চালায়নি? জাপান-কোরিয়া কি যুদ্ধ করেনি? এর সবগুলোই বুদ্ধিষ্ট দেশ। আপনি হয়ত বলবেন সরকার যুদ্ধ করেছে, ওদের সরকার কম্যুনিস্ট, ধর্ম মানে না। বলতে পারেন। আসলে সরকার কম্যুনিস্ট হলেও জনতা ধর্মপালনে পিছপা হয় না, ভেঙ্গে যাওয়ার পর রাশিয়াই এর বড় প্রমান। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য আপনার কথা ভ্রান্ত প্রমান করা। আসলে আপনিও জানেন আপনি সত্য বলছেন না। কিন্তু আপনি উপায়হীন। কেননা আপনি বলতে বধ্য হচেছন, যেমনটা বাধ্য হয় বেতার-টেলিভিশনের ঘোষকরা, দেশে সাররিক আইন জারির পর। আপনি বুদ্ধিমান তাই আদেশ মানছেন। নইলে ৭৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৪ কর্মীর যে দশা হয়েছিল আপনারও সেই ভাগ্য হবে, তা আপনি জানেন।

আপনার কথা দিয়েই শেষ করবো। "যতই পড়িবে ততই শিখিবে"। অন্যের ধর্মগ্রন্থ পড়লে জাত যায় না। আপনিও মুসলমানদের "কুরআন" পড়ে দেখুন, কোথাও বিধর্মীদের হত্যা করার কথা বলা নেই। যারা ও কাজটা করছে তারা আপনার মতই "কারো" ইশারায় করছে মাত্র। আর যারা "ইশারা" দিচেছ তাদের উদ্দেশ্য দিবালোকের মত পরিষ্কার, বাংলাদেশটাকে "তালিবানী রাষ্ট্র" হিসেবে চিহ্নিত করা।
আপনি আপনার প্রতিটি লেখার শেষে লেখেন "পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক"। আমার মনে হয়, "মুসলমান" নামক মনুষ্যকূলকে আপনার বিবেচনায় "প্রানী" বলে মনে হয় না। তাদেরকেও প্রানী বলে গণ্য করতে শিখুন, চোখ-কান খুলুন, জেগে ঘুমাবার ভান ছেড়ে দিন, দেখবেন কোন সমস্যা রইবে না।

নুরুল্লাহ্ মাসুম, দুবাই থেকে e-mail: nmasum@yahoo.com